মুজিবনগরের শিবপুরে ভিজিএফের ৪০০ কেজি চাল জব্দ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুরে ৪০০ কেজি ভিজিএফের চাল জব্দ করেছে প্রশাসন।

বুধবার বিকাল ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার চালগুলো জব্দ করে ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেন।

চালগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটি ভ্যানযোগে প্যানেল চেয়ারম্যান ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বর মোমিনের উদ্দিনের বাড়িতে নেওয়া হচ্ছিল।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরের দিকে একটি ভ্যানযোগে সাড়ে ৫ বস্তা চাল (প্রতি বস্তায় ৭৫ কেজি করে) ভ্যানযোগে যেতে দেখে সন্দেহ হয়। এসময় ভ্যানটিকে আটকিয়ে ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে চাল নিয়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বর মোমিনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান ও সচিব রাশিদুল ইসলাম ঘটনাস্থলে পৌছান। এসময় স্থানীয়রা চেয়ারম্যান ও সচিবকে লাঞ্চিত করে অবরুদ্ধ করে রাখে।

খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, পিআইও নাহিদা আকতার ঘটনাস্থলে যান। সেখানে চালগুলো জব্দ করে ইউনিয়নের পরিষদের জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার। এবং স্থানীয়দের কাছে থেকে সচিবকে উদ্ধার করেন।

অভিযুক্ত মেম্বর মোমিন উদ্দিন বলেন, আমার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৩০ জন সুবিধাভোগী চাল নেননি। সেই চাল তাদের দেওয়ার জন্য বাড়িতে নেওয়া হচ্ছিলো। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান ও সচিব জানেন।

তবে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান জানান, এ চালের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার বলেন, প্রাথমিকভাবে চাল জব্দ করে ইউনিয়ন পরিষদে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া

হবে।

মেহেরপুর উপজেলা পরিষদ ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান পদের উপনির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার ও সদর উপজেলা পরিষদ উপনির্বাচনের রিটানির্ং অফিসার আবু আনছার প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিসান সাবের মাইক প্রতীক, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম উদ্দীন (টিউওয়েল প্রতীক), আওয়ামীলীগ নেতা আবুল হাসেম (চশমা প্রতীক) ও আলফাজ উদ্দীন (তালা প্রতীক) পেয়েছেন।

এদিকে প্রতীক বরাদ্দের পরপরই প্রার্থীরা তাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে ভোট যুদ্ধে নেমে পড়েছেন।
উপনির্বাচনের রিটানির্ং অফিসার আবু আনছার জানান ভাইসচেয়ারম্যান পদের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া সম্পন্ন হয়েছে।
উৎসবমুখর পরিবেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জুন মেহেরপুর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম পদত্যাগ করে নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ণ পরিষদের চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী হওয়ায় এই পদটি শুণ্য ঘোষণা করে নির্বাচনী তফশীল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।
আগামী ২৭ জুলাই মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে শ্রমিকের তালিকায় গ্রাম পুলিশের নাম

গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে ইজিপিপি প্রকল্পে নানা অনিয়মসহ অর্থ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে।

শ্রমিকদের মোবাইলে পাওয়া পারিশ্রমিকের টাকার ভাগ দিতে হয় চেয়ারম্যানকে। তার অনুগতদের কাজ না করিয়ে হাজিরা প্রদান করছেন তিনি। অন্যদিকে কাজ করেও পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক শ্রমিক। যারা টাকা পায়নি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অন্যদের টাকা। এমনটা জানালেন চেয়ারম্যান আলম হুসাইন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষে (ইজিপিপি) প্রকল্পে বাস্তবায়িত হচ্ছে গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নে। প্রথম ধাপে ৩৩৫ জন শ্রমিক নিয়ে ৪০ দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এ কাজে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ, স্বচ্ছল ব্যাক্তিদের কাজে অর্ন্তভুক্তির ব্যাপারে নিষেধ রয়েছে। সেই সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলাপ শেষে অত্র অফিসে প্রকল্প প্রদাণ সাপেক্ষে কাজ শুরু হওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী ৫টি প্রকল্পে ৫জন ইউপি সদস্যকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

একটি সূত্র জানায়, চেয়ারম্যান আলম হুসাইন প্রকল্প প্রদাণ ও শ্রমিক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি তার আধিনস্থ গ্রাম পুলিশ হেলাল উদ্দিনকেও শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক শ্রমিক রয়েছে তার অনুগত ও নিকট আত্মীয়। এরা কাজ না করলেও তাদের হাজিরা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে অন্তত অর্ধশত শ্রমিক কাজ করলেও তাদের মজুরি আসেনি এখনও। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেধে উঠেছে।

সরেজমিনে কাজিপুর ইউনিয়নের প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখা গেছে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ। আলাপকালে শ্রমিকরা তাদের দূর্দশার কথা

জানালেন। শ্রমিক সরদার আরিফুল ইসলাম জানান, চেয়ারম্যান সাহেবের লোকজন শ্রমিকদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে নিয়েছে। এ থেকে তিনিও রেহায় পাননি। প্রথমে ইউপি সদস্যরা ভেবেছিলেন এই টাকা তাদেরকে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে কাউকে না দিয়ে চেয়ারম্যান সবটাই নিজের পকেটস্থ করেছেন।

একজন নারী জানান, তার স্বামীর জন্য তিনি প্রথমে ১৬শ টাকা চেয়ারম্যানের লোক হিসেবে পরিচিত হান্নানকে পরিশোধ করেন। পরে আরো ৪শ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। টাকা না দিলে নাম কেটে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিলে আরো ৪শ টাকা দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের অনেকেই জানান, এভাবে শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চেয়াম্যানের অনুগত শ্রমিক যাদের মজুরী আসেনি তাদের দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করেছেন চেয়ারম্যান আলম হুসাইন যা সম্পুর্ণ নিয়ম বর্হিভুত। এছাড়াও অনেকেই দিন ভর কাজ করে যে মজুরী পান, চেয়ারম্যানের লোকজন কাজ না করেও সেই মজুরী পান। অন্যদিকে অন্তত পঞ্চাশ জন শ্রমিক প্রথম ধাপের কাজের মজুরী পায়নি। তারা চেয়ারম্যানের অনুগত নয় বলে মজুরী বঞ্চিত বলে মন্তব্য অনেকের।

প্রকল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের হাজিরা করা হচ্ছে না এবং কারো কাছে জবকার্ড নেই। আবার চেয়াম্যানেরও পরিদর্শন নেই। উপরন্ত শ্রমিকরা যেখানে কাজ করছেন সেখানে কাজের ধরণ সম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়নি।

এবারে দ্বিতীয় ধাপে ৮০ দিনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পে নির্ধারিত স্থান ছাড়াও ইচ্ছামত বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট করতে দেখা গেছে শ্রমিকদের। অথচ প্রকল্পে এই স্থানে মাটি ভরাটের নিদের্শনা নেই। এ ব্যাপারে প্রকল্প চেয়ারম্যান আজিজুল হক জানান, চেয়ারম্যানের নির্দেশেই তিনি এখানে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। তবে চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলছেন তিনি এবিষয়ে জানেন না।

এব্যাপারে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন টাকা নেওয়ার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যারা মজুরী পায়নি তাদেরকে ওই টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রাম পুলিশকে কেন শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার জবাব মেলেনি।

এসকল বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান গাংনী উপজেলা প্রকল্প

বাস্তবায়ন কর্মকার্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

কার্পাসডাঙ্গায় রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করলেন :চেয়ারম্যান আব্দুল করিম

দামুড়হুদার আরামডাঙ্গা গ্রামের কৃষকদের দীর্ঘদিনের মাঠের রাস্তার দুর্ভোগের অবসান ঘটালেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান করিম বিশ্বাস। রাস্তা না থাকায় চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়েছে ওই গ্রামের কৃষকদের।

আজ রোববার (২৯ মে) বেলা ১২ টার দিকে আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঝপাড়া সাত্তার ও মিঠু বাড়ির পাশ থেকে রাস্তা তৈরী কাজের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্ধোধনী কালে আব্দুল করিম বিশ্বাস বলেন, ‘আরামডাঙ্গা গ্রামের প্রায় এক হাজার বিঘার জমির ফসল বাড়িতে আনতে হলে চাষিদের চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়। এই দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে নতুন রাস্তার কাজ শুরু করেছি।

এই রাস্তাটি হলে গ্রামবাসীর মাঠের ফসল বাড়িতে আনতে আর কষ্ট হবে না। দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তা না থাকায় কৃষকদের আনুমানিক এক হাজার বিঘার জমির ফসল ঘরে তুলতে চরম দুর্ভোগ ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়।

রাস্তা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার বিল্লাল হোসেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলীসহ আরামডাঙ্গা গ্রামবাসী বৃন্দ।

ঝিনাইদহে “দৈনিক দেশ রূপান্তর” পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবে “দৈনিক দেশ রূপান্তর” পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল রবিবার সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের কালেক্টরেট স্কুলের মোড় থেকে ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান দিপ্তী রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল সাহা, এম সাইফুল মাবুদ, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ফয়সাল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, দেশ রূপান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি। পরে ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

দৌলতপুরে চেয়ারম্যানের

বিরুদ্ধে দুই মহিলা সদস্যের অভিযোগ!

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ১০নং দৌলতপুর সদর ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র বিরুদ্ধে মাসিক সম্মানী ভাতা না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন দুই মহিলা ইউপি সদস্য। ভুক্তভোগী দুই ইউপি সদস্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

প্রাপ্ত অভিযোগে জানাযায়, ১০নং দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি তার ইউনিয়নের ১,৩,৪ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মেমজান কে নির্বাচনে জয়লাভের পর সাড়ে ৪ বছরে শুধু মাত্র ১১ মাসের সম্মানীভাতা দিয়েছেন।

একই ভাবে ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ছাপাতন নেছা কে গত সাড়ে ৪ বছরে মাত্র ৬ মাসের সম্মানী ভাতা দিয়েছেন বলে তারা অভিযোগে করেছেন। চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি অত্র ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও তাদের সাথে না নিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে থাকেন।

তাছাড়া সরকারী কোন বরাদ্দ আসলে তাদের কে জানানো হয়না বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি তার বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এমনকি গাঁয়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করেননা বলে অভিযোগকারী দুই মহিলা সদস্য জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ঐ দুই মহিলা ইউপি সদস্য জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন। তিনি আরো জানান, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এ অভিযোগ করা হয়েছে।